Rs. 2.00
মূল্য ঃ ২ টাকা

PRABINBARTA
প্রবীণবার্তা

MONTHLY
মাসিক

Vol : X Issue : IV, 15th, July, 2021 জৈষ্ঠ্য, ১৪২৮, বার্ষিক মূল্য-২০ টাকা RNI NO. WBBEN/2012/46375

সম্পাদকীয়

রাষ্ট্রের হাতে খুন হলেন ফাদার স্ট্যান স্বামী। ৮৪ বছর বয়সি স্বামীর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা সাজানো, লাগাতার জেলে আটকে রাখা এবং অমানবিক আচরণের জন্য যারা দায়ী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। এই মৃত্যুর জন্য দায়ী সবাই— আমাদের বিচার ব্যবস্থা, পুলিশ, তদন্তকারী সংস্থা, জেল কর্তৃপক্ষ, সংবাদমাধ্যম এমনকি আমরাও! সকলে তার ভগ্নস্বাস্থ্যের কথা জানতেন। ভীমা কোরেগাঁও মামলায় আরও ১৬জন অভিযুক্তের সঙ্গে তাকেও যে 'ষড়যন্ত্রকারী' তকমা দিয়ে মিথ্যে মামলা সাজানো হয়েছিল তাও সবাই জানতেন। তবু এই কোমল স্বভাব, রুগ্ন অথচ দুর্দম মানুষটি মারা গেলেন আদিবাসীদের হয়ে লড়াই করতে গিয়ে। স্ট্যান স্বামী কী অপরধে অপরাধী ছিলেন, এখনও তাহা প্রমাণের অপেক্ষায়। কিন্তু ভারতীয় রাষ্ট্রের অপরাধ আজ প্রমাণিত, বিশ্বজনগোচর। এই মৃত্যু শুধু কোনও একজন মানুষের মৃত্যু নয়, গণতন্ত্রের মৃত্যু। এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ নয়। আমরা চাই ইউএপিএ, রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা প্রয়োগের আইনি পর্যালোচনা হোক এবং এই আইনে বন্দীদের অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া হোক।

করোনা পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ার জন্য, আমাদের অফিস এখন প্রতিদিন বেলা দুটো অব্দি খোলা থাকছে।

সবাই তৃতীয় ঢেউয়ের আশঙ্কা করছে। তাই বিধিনিষেধ মেনে চলুন, অপ্রয়োজনে বাইরে বেরোনো বন্ধ রাখুন। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।

স্মরণ

মৃণাল দত্ত

১. বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত

বাংলা চলচ্চিত্রের শৈল্পিক রূপায়ণের অন্যতম পরিচালক বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত প্রয়াত হলেন ১০ জুন, ২০২১। বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। চিত্র নির্মাণের পাশাপাশি তাঁর কবিতাও ছিল প্রকৃত অধ্যয়ন। বলা যেতে পারে তাঁর চলচ্চিত্র বাস্তব জীবনের পাশাপাশি ছিল তাঁর কাব্যনির্মাণ। ১৯৪৪ সালে পুরুলিয়ার কাছে আনাড়ায় তাঁর জন্ম। তিনি অধ্যাপনা করেছেন অর্থনীতির কলকাতা ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে।

১৯৬৮ সালে ১০ মিনিটের তথ্যচিত্র তৈরি করে তিনি চলচ্চিত্র পরিচালনায় যুক্ত হন। ঋত্বিক ঘটক, সত্যজিৎ রায় ও মৃণাল সেনের সৃজনের ধারাবাহিকতার উজ্জ্বল নক্ষত্র বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত। চিত্রনির্মাণে অনবদ্য সৃষ্টির তিনি

জাতীয় পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। তিনি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিও পেয়েছেন। কলকাতা ফিল্ম সোসাইটির সদস্য হয়ে তিনি মুগ্ধচিত্তে দেখেছেন চার্লি চ্যাপলিন, ইঙ্গমার বার্গম্যান, আকিরা কুরোসাওয়া, ডি-সিকা, রোসোলিনির চলচ্চিত্র। তাঁর প্রথম বড়ো দৈর্ঘ্যের ছবি 'দূরত্ব' মুক্তি পায় ১৯৭৮-এ। প্রথম ছবিতেই তাঁর নির্মাণ কুশলতা সুধীজনের প্রশংসা পায়। ১৯৯০ সাল পর্যন্ত তিনি চলচ্চিত্র পরিচালনায় যুক্ত ছিলেন। তাঁর পরিচালিত বিখ্যাত কয়েকটি ছবি ঃ

বাঘ বাহাদুর (১৯৮৯)
চরাচর (১৯৯৩)
লালদরজা (১৯৯৭)
উত্তরা (২০০০)
মন্দ মেয়ের উপাখ্যান (২০০২)
স্বপনের দিন (২০০৫)
কালপুরুষ (২০০৮)

পিতার কর্মসূত্রে তিনি রেলওয়ে কলোনিতে বড়ো হয়েছেন, দেখেছেন বৈচিত্র্যময় কসমোপলিটন জীবন। তার মায়ের পরিবার দেশভাগের পর কলকাতায় আসেন। চেতনায় বুদ্ধদেব ছিলেন বামপন্থী। তিনি মনে করতেন '...পৃথিবীতে বেঁচে থাকাটাই একটা জার্নি। সেটা কেউ বোঝে কেউ বোঝে না। একজন সৃষ্টিশীল মানুষের বিশেষত্ব হলো—এই জার্নিটা তুলে ধরা।'

তাঁর প্রতি ছবিতেই ছিল স্বপ্নের দিন বোনা, মানুষের অন্তহীন জার্নির শৈল্পিক প্রকাশ। কবিতা ছিল তাঁর ভাবনায়, কল্পনায়, সৃজনে—তাই তাঁর চলচ্চিত্রে পাই কবিতার ছবি ঃ

বুড়ো ঘোড়া জানালার পাট খুলে
ঘরের ভিতর উঁকি মারে।

এই ভাব কল্পনাই তাঁর শিল্পকর্মে একসাথে পথ হেঁটেছে।

তাঁর নির্মাণকালেই বাংলা চলচ্চিত্রে রাজনীতির বহতা স্রোত মিশে গেছে সামাজিক স্রোতে। উৎপলেন্দুর 'মুক্তি চাই' বা গৌতম ঘোষের 'হাংরি অটামন' কিংবা মৃণাল সেনের বিভিন্ন ছবিতে চলচ্চিত্রের ভুবনকে বিস্তৃত হতে দেখা যায়। সামাজিক বাস্তবতার নির্মাণ আমরা দেখেছি নিমাই ঘোষের 'ছিন্নমূল' ছবিতে, দেখেছি ঋত্বিক ঘটকের 'মেঘে ঢাকা তারা'য়। চলচ্চিত্রে কবিতার গন্ধ নিয়ে আসতে পারে তাও-তো দেখেছি কোমল গান্ধার-এ (ঋত্বিক ঘটক), কাঞ্চনজঙ্ঘা-য় (সত্যজিৎ রায়)। জীবনের প্রতি একনিষ্ঠ হওয়ার যন্ত্রণার ছবি এঁদের ছবিতে গঙ্গা-যমুনার মিলিত স্রোতের মতো। এই জীবন ঘনিষ্ঠ চেতনা স্রষ্টাকে বামপন্থার দিকে আকৃষ্ট করে। তাঁরা জীবনকে খুঁজেছেন এই বোধে, এই চেতনায়।

বর্তমান সময়ের ভারতীয় চলচ্চিত্র হয়ে উঠেছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সামাজিক অবক্ষয়ের প্রকাশ। খুন-জখম-হত্যা-ধর্ষণ এইসব চলচ্চিত্রের প্রতিপাদ্য। নায়ক, ভিলেন সকলেই এই অসামাজিক কর্মে অতি পটু। সুন্দরী নায়িকাও হাততালি দিয়ে তাদের বাহাবা দেয়। ভারতীয় জীবনবোধে এই প্রকাশের স্থান নেই। শিল্প আমাদের চেতনাকে আরও উন্নত করে ভারতীয় জীবনবোধের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ করে অধ্যবসায়ী তপস্যায়। পরিবর্তে বর্তমান ভারতীয় চলচ্চিত্র আমাদের চেতনাকে ব্যক্তিসর্বস্ব, আরও ভোঁতা, সমাজবিরোধী করে তোলে।

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত-র প্রয়াণ আমাদের চেতনার প্রকাশকে, আমাদের সমাজঘনিষ্ঠ মননকে দীন করে দিলো।

২. স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত

অভিনেত্রী স্বাতীলেখা প্রখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব অধ্যাপক রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত-র স্ত্রী, অভিনেত্রী সোহিনী-র মা।

স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত-র জন্ম এলাহাবাদে ২২ মে, ১৯৫০। তিনি সাত বছর বয়সে অভিনয় করেছেন মন্মথ রায়-এর নাটক 'কারাগারে'। ব্যক্তিগতভাবে তিনি পিয়ানো বাজনার সঙ্গে সঙ্গীতচর্চা করেছেন।

২০১২ সালে নান্দীকারের রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তর সঙ্গে পরিচিত হন এবং এই দলের প্রাণপ্রতিমা হন। এইখানে রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত ও তাঁর পরিচালনায় বিভিন্ন নাটকের চরিত্র রূপায়ণে তিনি তাঁর অভিনয় দক্ষতায় পূর্ণতা দিয়েছেন। অভিনয়ের সুবাদে তিনি ভারত সহ বাংলাদেশ, হল্যান্ড, আমেরিকায় খ্যাতি লাভ করেন।

বাংলা চলচ্চিত্রেও তিনি অভিনয় করেছেন। সত্যজিৎ রায়ের পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' ছায়াছবিতে তাঁর অভিনীত বিমলা আজও অম্লান হয়ে আছে। প্রয়াত চিরজীবী অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর 'বেলাশেষে' একটি ধ্রুপদী অভিনয় (পরিচালনা ঃ শিবপ্রসাদ ও নন্দিতা রায়)। তাঁর অভিনীত ছবি 'বেলাশুরু' ও 'ধর্মযুদ্ধ' মুক্তির প্রতীক্ষা করছে। তাঁর ও রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত-র সঙ্গে রচিত বই 'Theatre Games for School Children.'

স্বাতীলেখা সেনগুপ্তর জীবনাবসান হয় ১৬ জুন, ২০২১ কলকাতার হাসপাতালে। দীর্ঘ সময় ধরে তিনি কিডনীর অসুখে কাতর ছিলেন।

স্বাতীলেখার মতো একজন উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিত্ব আমাদের দেশের অভিনয় কলাকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর প্রয়াণ বাংলা মঞ্চের বিরাট ক্ষতি।

দুই হুজুরের গপ্পো—একটি কাল্পনিক সংলাপ

বসুরায়চৌধুরী

১ম।। কি রে? মুখটা এমন বাংলার পাঁচের মতন করে আছিস কেন? করোনা আটকাতে সকালেই গিন্নি নিমের পাচন খাইয়েছে নাকি?

২য়।। ধুর! সে ফেসবুক নিয়ে ব্যস্ত! আমার কথা ভাববার সময় কোথায়?

১ম।। তবে?

২য়।। দ্যাখ, ৭০ পেরিয়ে গেলাম। এমন দিন জীবনে দেখতে হবে, ভাবিনি। বামপন্থীহীন বিধানসভা! কিচ্ছু ভালো লাগছে না।

১ম।। কি করবি বল! কালের নিয়ম। তোর মাথায় কী আর সত্তর দশকের সেই বাবরি চুল আছে?

২য়।। দুটো এক হল! এবারেও কেরালা উপর্যুপরী ক্ষমতা দখল করে রেকর্ড করল। তামিলনাড়ুতে তিনজন জিতে এল। এমনকি অসমে চরম নৈরাজ্যের মধ্যেও একজন জয়ী হল।

১ম।। এবারের নির্বাচনে লড়াইটা ছিল বিজেপির বিরুদ্ধে, সবাই তৃণমূলকে বেছে নিয়েছে। জনগণ তো রাজনৈতিক দৃঢ়তা ও বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে।

২য়।। সেটাই তো আরও দুঃখের। একটা মনুবাদী, সাম্প্রদায়িক, ফ্যাসিবাদী দলের প্রতিপক্ষ হওয়ার কথা তো বামপন্থীদের। কিন্তু এখানে জনগণ বেছে নিল এমন একটা দলকে যাদের আদর্শ বিজেপির কাছাকাছি। তাছাড়া অজস্র দুর্নীতি—সারদায় নেতা—মন্ত্রীদের সহায়তায় লক্ষ লক্ষ লোকের কোটি কোটি টাকা লুট হয়ে গেল, নারদে দেখলাম প্রকাশ্য দিবালোকে নেতারা ঘুষ নিলেন, আমফানের ত্রাণের টাকা কর্মীদের পকেটে

গেল, গত ১০ বছরে কোনো চাকরি নেই তবু তারা জিতে এল।

১ম।। তবেই বোঝ, মানুষ কত বুঝদার! বড়ো বিপদকে আটকাতে ছোটো বিপদ মেনে নিয়েছে।

২য়।। এটা ভাবের ঘরে চুরি হচ্ছে। বামপন্থীদের কেন মানুষ বিজেপির প্রতিপক্ষ হিসাবে মেনে নিতে পারল না?

১ম।। কারণ আমরা মানুষকে বোঝাতে পারিনি।

২য়।। এতক্ষণে ঝুলি থেকে বিড়াল বেরোলো। অর্থাৎ বামপন্থীদের গণভিত্তি নষ্ট হয়ে গেছে।

১ম।। সে তো গেছেই। ৫০/৬০/৭০ দশকের নেতাদের কথা ভাব। মাটির দাওয়ায় বসে চা খেতে খেতে কত গল্প, সঙ্গে রাজনীতি জড়িয়ে যেত। দলমত নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে হেসে কথা বলত। মানুষের বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ত, পার্টির রং দেখতো না। আর এখন—

২য়।। এখন তো, অন্য পার্টি দূরের কথা নিজের গোষ্ঠীর বাইরে কারুর দিকে চোখ তুলেই তাকায় না।

১ম।। আগে পাড়ার পার্টি অফিসে লোকের ভিড় লেগেই থাকত। বামফ্রন্ট সরকার হওয়ার আগেও। আর এখন। পার্টি অফিস মনে হয় একটা কর্পোরেট অফিস। ঢুকতে ভয় লাগে।

২য়।। তবে উপায়?

১ম।। ফিরে চল মাটির টানে। শুরু করতে হবে শূন্য থেকে।

২য়।। আপাতত বাড়ি চল। ২টো বাজে। আর দেরি করলে ঢুকতে দেবে না।

- বিজ্ঞাপন -

জনস্বাস্থ্য পরিষেবায় ৭৮ বছর

পিপলস্ রিলিফ কমিটি (পঃ বঃ)

২৬সি, দিলখুসা স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৭

দূরাভাষ : ২২৮০ ৪৯৪০ / ৯৪৪৪

যাদবপুর কেন্দ্র

বকুল দত্ত স্মৃতি ভবন

৩/৮০, চিত্তরঞ্জন কলোনি, রাজা এস.সি.মল্লিক রোড, যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০ ০৩২

বাস ষ্টপ : অন্নপূর্ণা, 'একতা হাইটস' এর পাশে

দূরভাষ-২৪২৫ ৪৪৫৪ (সন্ধ্যা ৬-৭টা)

কম খরচে

রোগনির্ণয়ে রক্ত পরীক্ষা

সোমবার থেকে শনিবার (সকাল ৮টা-১১টা)

স্পেশালিষ্ট ক্লিনিক

পরামর্শ ১০০ টাকা + পি. আর. সি. সহায়তা ১০ টাকা

১) ডঃ মৌমিতা চ্যাটার্জী এম.ডি. (জেনারেল অ্যান্ড চেষ্ট মেডিসিন), সোমবার, সন্ধে ৭টা

২) ডঃ বিপ্লব আচার্য এম.এস।
প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টা

৩) ডঃ প্রদ্যুৎ শূর এম.ডি. (গাইনোকলজিস্ট) বুধবার, সন্ধে ৭টা

৪) ডঃ বি. বাউর-এম.ডি. (জেনারেল মেডিসিন)-বুধবার, ৩টা

৫) ডঃ সৌম্য চ্যাটার্জি এম. ডি. (নিউরো-সাইকিয়াট্রিস্ট ও নেশা মুক্তি) শুক্রবার, ৮টা

৬) ছন্দোলীনা মহামাত্র এম.এ (সাইকোলজি, ব্যক্তিগত ও সামাজিক কাউন্সিলিং) শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টা

আবেদন _____

বিধান পল্লিতে নির্মিয়মান বৃদ্ধাবাসের জন্য অর্থ সাহায্য করুন।

Published by Dipesh Mitra on behalf of Bethune Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre Ph. : 033 2473 9642, 9674553477 and printed at Monalisa Printers, D/26 Katjunagar, Kolkata - 700 032 and Published at 392A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata - 700 045, Editor - Sri Dipesh Mitra.
E-mail- bethune geriatrics@gmail.com. Website : bethunegeriatric.in